রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, আগস্ট ৯, ২০১৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

মুদ্রণ ও প্রকাশনা শাখা

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ২৪ শ্রাবণ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/০৮ আগস্ট, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

নং ০১ (মুঃপ্রঃ)।—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ২৪ শ্রাবণ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/ ০৮ আগস্ট, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ তারিখে প্রণীত নিম্নে উল্লিখিত অধ্যাদেশটি এতদ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হইল।

অধ্যাদেশ নং ০১, ২০১৬

পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি-বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন, ২০০১ সংশোধনকল্পে প্রণীত

অধ্যাদেশ

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি-বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৩ নং আইন) এর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; এবং

যেহেতু সংসদ অধিবেশনে নাই এবং রাষ্ট্রপতির নিকট ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে;

সেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৩(১) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করিলেন:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই অধ্যাদেশ পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি-বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০১৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

২। **২০০১ সনের ৫৩ নং আইনের প্রস্তাবনার সংশোধন।**—পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি-বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৩ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর প্রস্তাবনার তৃতীয় অনুচ্ছেদে উল্লিখিত "পার্বত্য জেলা সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি এবং পার্বত্য জনসংহতি সমিতি" শব্দগুলির পরিবর্তে "পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩। **২০০১ সনের ৫৩ নং আইনের ধারা ৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ঘ) তে উল্লিখিত "সংশ্লিষ্ট সার্কেল চীফ, পদাধিকারবলে" শব্দগুলি ও কমার পরিবর্তে "সংশ্লিষ্ট সার্কেল চীফ বা তৎকর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪। **২০০১ সনের ৫৩ নং আইনের ধারা ৪ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৪ এর উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "যে কোন পার্বত্য জেলায়" শব্দগুলির পরিবর্তে "যে কোন পার্বত্য জেলাসহ অন্য কোন স্থানে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৫। **২০০১ সনের ৫৩ নং আইনের ধারা ৬ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৬ এর উপ-ধারা (১) এর—

(ক) দফা (ক) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ক) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(ক) পুনর্বাসিত শরণার্থীদের ভূমি সংক্রান্ত বিরোধ এবং অবৈধ বন্দোবস্ত ও বেদখল হওয়া ভূমি সংক্রান্ত বিরোধ পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা;";

(খ) দফা (খ) তে উল্লিখিত "আইন ও রীতি" শব্দগুলির পরিবর্তে "আইন, রীতি ও পদ্ধতি" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) দফা (গ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (গ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(গ) পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি বহির্ভূতভাবে জলেভাসা ভূমিসহ (Fringe Land) কোন ভূমি বন্দোবস্ত প্রদান বা বেদখল করা হইয়া থাকিলে উহা বাতিলকরণ এবং বন্দোবস্তজনিত বা বেদখলজনিত কারণে কোনো বৈধ মালিক ভূমি হইতে বেদখল হইয়া থাকিলে তাহার দখল পুনর্বহাল:

তবে শর্ত থাকে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী অধিগ্রহণকৃত ভূমি এবং বসতবাড়ীসহ জলেভাসা ভূমি, টিলা ও পাহাড় ব্যতীত কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা ও বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ এলাকার ক্ষেত্রে এই উপ-ধারা প্রযোজ্য হইবে না।"।

৬। **২০০১ সনের ৫৩ নং আইনের ধারা ৭ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৭ এর—

(ক) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত "অপর দুইজন সদস্যের" শব্দগুলির পরিবর্তে "অপর তিনজন সদস্যের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (৪) এর প্রান্তস্থিত দাঁড়ির পরিবর্তে কোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ শর্তাংশ সংযোজিত হইবে, যথা:—

"তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ বিবেচনা ও নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে কমিশনের সকল সদস্যকে বৈঠকের পূর্বে নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।";

(গ) উপ-ধারা (৫) এ উল্লিখিত "চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্তই কমিশনের সিদ্ধান্ত বলিয়া গণ্য হইবে" শব্দগুলির পরিবর্তে "চেয়ারম্যানসহ উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের গৃহীত সিদ্ধান্তই কমিশনের সিদ্ধান্ত বলিয়া গণ্য হইবে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৭। **২০০১ সনের ৫৩ নং আইনের ধারা ৯ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৯ এর—

(ক) উপান্ত-টীকায় উল্লিখিত "কমিশনের আবেদন দাখিল" শব্দগুলির পরিবর্তে "কমিশনের নিকট আবেদন দাখিল" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) বিদ্যমান বিধান উপ-ধারা (১) হিসাবে পুন:সংখ্যায়িত হইবে এবং অত:পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (২) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(২) কমিশন কর্তৃক উক্ত আবেদন নিষ্পত্তির পূর্বে যে কোন সময়ে ন্যায় বিচারের স্বার্থে, কমিশনের অনুমতি সাপেক্ষে, আবেদনকারী তাঁহার আবেদন একবার সংশোধন করিতে পারিবেন।"।

৮। **২০০১ সনের ৫৩ নং আইনের ধারা ১৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (২) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (৩) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(৩) কমিশনের সচিব এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী পদে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার প্রদানক্রমে স্থায়ী অধিবাসীদেরকে নিয়োগ করা হইবে।"।

৯। **২০০১ সনের ৫৩ নং আইনের ধারা ১৮ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৮ তে উল্লিখিত "এই আইন বলবৎ হইবার ছয় মাসের মধ্যে," শব্দগুলি ও কমার পরিবর্তে "যথাশীঘ্র" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

মোঃ আবদুল হামিদ
রাষ্ট্রপতি

তারিখ : ২৪ শ্রাবণ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ / ০৮ আগস্ট, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ ।

মোহাম্মদ শহিদুল হক
সচিব
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd